Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ (পৃঃ ০৬)

কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক

উচ্চ ফলনশীলসহ শতাধিক বিভিন্ন ধানের জাত আবিষ্কারের কৃতিত্ব রয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি)। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় নানা ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবন করেছে। তাদের উদ্ভাবিত কৃষিযন্ত্রের আরও একটি নতুন সংযোজন হলো দেশের জমিতে ব্যবহারের উপযোগী ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার। ব্রির বিজ্ঞানীরা নিজেরা গবেষণা করে ধান কাটার যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন বলে জানা গেছে। যদিও এর ইঞ্জিনটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত।

ব্রির বিজ্ঞানীদের এ উদ্ভাবন দেশের কৃষি খাতের জন্য একটি সুখবর বলে আমরা মনে করি। তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রটির দাম পড়বে মাত্র ১২-১৩ লাখ টাকা। বিদেশ থেকে আমদানি করতে যার খরচ পড়ত ২৫-৩০ লাখ টাকা। উদ্ভাবিত যন্ত্রটির ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৮৭ হর্স পাওয়ার। এটি ঘণ্টায় তিন-চার বিঘা জমির ধান কাটতে সক্ষম। এর জ্বালানি খরচও তুলনামূলক কম- ঘণ্টায় সাড়ে তিন থেকে চার লিটার। পাশাপাশি এটির হারভেস্টিং লস শতকরা এক ভাগের কম বলে জানা গেছে। যন্ত্রটি খণ্ড খণ্ড জমিতেও ব্যবহার উপযোগী। আশা করি, কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্র দেশের কৃষি খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা বাংলাদেশকে এমন এক জায়গায় দেখতে চাই, এ ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবনে যখন ইঞ্জিনও আমদানি করতে হবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করতে চাই। যন্ত্রটি যাতে কৃষকরা কাজে লাগাতে পারেন সেজন্য সহজলভ্য করতে হবে। এটির ব্যবহার যেন সহজ ও পরিবেশবান্ধব হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে।

বলা হয়েছে যন্ত্রটির খরচ কম হবে। আমদানি করা যন্ত্রের চেয়ে খরচ কম, সেটা ঠিক আছে। তারপরও এটি কিনতে ১০-১২ লাখ টাকার মতো খরচ পড়বে। দেশের সিংহভাগ কৃষকই এটা কেনার সামর্থ্য রাখেন কি না সেটাও ভাবতে হবে। কৃষকরা যদি নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে না পারেন তাহলে এর সফলতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই ব্যয় সাশ্রয়ী কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাতে হবে। সেগুলো যাতে কৃষকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। পাশাপাশি দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব যন্ত্রপাতি যাতে বিদেশেও রপ্তানি করা যায় সেই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উদ্ভাবনের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ (পৃঃ ১৩)

‘মিনিকেট ধানের জাত নেই চাল আসে কোথা থেকে’

■ কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন

বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় চালের ব্র্যান্ড নাম তার মিনিকেট। ঝকঝকে, ঝরঝরে অপেক্ষাকৃত সরু ও চিকন এই চালের দাম কিছুটা বেশি হলেও ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ। কিন্তু অবাক করার ব্যাপার হলো পৃথিবীতে মিনিকেট নামে কোনো ধানের জাতই নেই, অথচ বাজারের মিনিকেট চালের ব্যবসা চলছে রমরমা। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, যে ধানের অস্তিত্ব নেই সেই নামে এত চাল আসে কোথায় থেকে?

আসলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মিনিকেট চাল আসে উত্তর বঙ্গের শস্য ভান্ডারখ্যাত দিনাজপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এসব এলাকার এক শ্রেণির চাল কল মালিক আছেন- যারা মোটা জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল পলিশ করে মিনিকেট নামে ব্রান্ডিং করছে। কাটিং এবং পলিশ করার জন্য চালে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক- যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

আশার কথা হচ্ছে সম্প্রতি এ বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের বিবেচনায় এসেছে। গত সোমবার সরকারের খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এ বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, মিনিকেট জাতের কোনো ধান নেই অথচ অন্য জাতের ধানে উৎপাদিত চাল মিনিকেট নামে ব্রান্ডিং ও বাজারজাত করা হচ্ছে। অবশ্য দেশে ধান গবেষণার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রি গত প্রায় তিন দশক ধরে এই নিয়ে ভোক্তা সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়ে আসছে। দেরিতে হলেও সরকার এখন এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবছে। সে জন্য বস্তার গায়ে ধানের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা দিয়েছে।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি হাইব্রিড ধান ও কাজল লতা জাতের ধান ছেঁটে মিনিকেট বলে বস্তায় ভরে বিক্রি করা হচ্ছে। বাজারে এ চালের ব্যাপক চাহিদার জন্য ‘মিনিকেট’ নামে প্রতারণার ব্যবসা চলছে জমজমাট। তাহলে মিনিকেট নামটা এলো কোথা থেকে? আসলে ‘১৯৯৫ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের কৃষকদের মাঝে সে দেশের কৃষি বিভাগ নতুন জাতের চিকন ‘শতাব্দী’ ধানবীজ বিতরণ করে। মাঠপর্যায়ে চাষের জন্য কৃষকদের এ ধানবীজের সঙ্গে আরো কিছু কৃষি উপকরণসহ একটি মিনি প্যাকেট দেয়া হয়। ওই মিনি বা ছোট প্যাকেটটাকে বলা হতে ‘মিনি কিটস’। সেখান থেকেই ‘শতাব্দী’ ধানের নাম হয়ে যায় ‘মিনিকেট’। তবে নামের পেছনে ঘটনা যা-ই থাক, মিনিকেট নামে কোনো চালের জাত দেশে নেই এটাই বাস্তবতা। মোটা চালকে পলিশ করে মিনিকেট চাল বলে বিক্রি করা হচ্ছে দেশের বাজারে।

খোঁজ নিয়ে মিনিকেট চাল বানানোর একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা গেছে। চলুন জেনে নেয়া যাক প্রক্রিয়াটি। অটোরাইস মিলে এমন অতিবেগুনি রশ্মি রয়েছে যার ডিজিটাল সেন্সর চাল থেকে সব কালো বা নষ্ট চাল, পাথর, ময়লা সরিয়ে ফেলে। তারপর এই চাল চলে যায় অটোমিলের বয়লার ইউনিটে- সেখানে ৫টি ধাপে পলিশ করার মাধ্যমে মোটা চাল সাদা রং ধারণ করে। এরপর পলিশিং মেশিনে মোটা চাল কেটে চিকন করা হয়। আর চকচকে করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ক্যামিকেল।

এক সময় বরিশালে বালামের সুনাম ছিল সারা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে। কালের বিবর্তনে ফলন প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় বালামসহ সরু জাতের ধান চাষ ক্রমশ কমে যায়। তবে বাজারে সরু চালের সন্ধান করতে থাকেন ক্রেতারা। এই সুযোগে বাজারে কথিত মিনিকেটের আর্বিভাব ঘটান মিল বা চাল কল মালিকরা। ক্রেতারাও লুফে নেন এ সরু জাতের চাল। সুযোগ বুঝে একশ্রেণির মিলমালিক মাঝারি সরু ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান-২৯ ও ব্রি ধান-৩৯সহ বিভিন্ন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের ধান ছেঁটে মিনিকেট বলে বাজারজাত করতে শুরু করে। বর্তমানে সারাদেশে চিকন চাল বলতে এখন মিনিকেটকেই বোঝায়, যার দামও চড়া। অনুসন্ধানে নিয়ে জানা গেছে, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়ার খাজানগর, পাবনা, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানের চালকল থেকে সারাদেশে কথিত মিনিকেট চালের সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, লাখ লাখ মণ এই মিনিকেট চালের জোগান কোথা থেকে আসছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তথ্যমতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে আউশ, আমন ও বোরোর তিন মৌসুমে ধান আবাদ হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ ৯৫০ হেক্টরে। এর মধ্যে এ তিন মৌসুমে হাইব্রিড ধান আবাদ হচ্ছে প্রায় ১৩ লাখ ৬২ হাজার ৩৩০ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ মোট আবাদি জমির মাত্র ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশকে হাইব্রিড ধানের চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে বোরোতে ১১ লাখ ৪ হাজার ৬৩০ হেক্টর, আমনে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬০০ ও আউশে ৫৯ হাজার ১০০ হেক্টর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে চালের বাজারে হাইব্রিড চাল দেখা যায় না। ভোক্তাদের মনে কী প্রশ্ন জাগে না এই হাইব্রিড ধান যায় কোথায়? এ থেকেই কথিত মিনিকেট তৈরি করা হচ্ছে না তো!

কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) তথ্যমতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে আউশ, আমন ও বোরোর তিন মৌসুমে ধান আবাদ হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ ৯৫০ হেক্টরে। এর মধ্যে এ তিন মৌসুমে হাইব্রিড ধান আবাদ হচ্ছে প্রায় ১৩ লাখ ৬২ হাজার ৩৩০ হেক্টর জমিতে। অর্থাৎ মোট আবাদি জমির মাত্র ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশকে হাইব্রিড ধানের চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে বোরোতে ১১ লাখ ৪ হাজার ৬৩০ হেক্টর, আমনে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬০০ ও আউশে ৫৯ হাজার ১০০ হেক্টর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে চালের বাজারে হাইব্রিড চাল দেখা যায় না। ভোক্তাদের মনে কী প্রশ্ন জাগে না এই হাইব্রিড ধান যায় কোথায়? এ থেকেই কথিত মিনিকেট তৈরি করা হচ্ছে না তো!

আড়তদাররা জানান, অটো রাইচমিল মালিকরা কথিত মিনিকেট বলে যে চাল সরবরাহ করছে তারাও মিনিকেট বলে তাই বাজারে বিক্রি করছেন।

তবে এ নামে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ও সরকার অনুমোদিত কোনো জাতের ধান নেই তারাও বিষয়টি জানেন। বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড জাত- কল্যাণী, তেজ গোল্ড, রত্না, বেড়ে রত্না, স্বর্ণা, গুটি স্বর্ণা, লাল স্বর্ণা, জাম্বু ও কাজললতা জাতের ধান ছেঁটে মিনিকেট বলে বিক্রি করা হচ্ছে। বছর কয়েক আগে সুপার ফাস্ট নামে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য ভারতীয় কৃষি বিভাগ একটি সরু জাতের ধান অবমুক্ত করে। এ ধানের চাল একশ্রেণির মিলমালিক সুপার মিনিকেট বলে এখন বাজারে বিক্রি করছে। এ চাল কথিত মিনিকেটের চেয়ে আরো বেশি চিকন। দেশব্যাপী মিনিকেট চালের নামে যে চালবাজি চলছে তা কেবল ক্রেতাদের মাঝে সচেতনতা বাড়লেই নিরসন সম্ভব।

লেখক: উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এবং
পিএইচডি ফেলো, কৃষি সম্প্রসারণ ও ইনফরমেশন সিস্টেম
বিভাগ, শেকৃবি, ঢাকা।

যায়যায়দিন

তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ (পৃঃ ১৩)

ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক

ফসলের জাতের জন্য বিদেশ নির্ভরতা কমাতে হবে : কৃষিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

দেশে চাষোপযোগী ফসল বিশেষ করে ফলের জাত দেশেই বেশি করে উদ্ভাবন করে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে আনতে বিজ্ঞানী-গবেষকদের নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডক্টর মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ফসলের জাতের ক্ষেত্রে বিদেশনির্ভরতা ও আমদানিনির্ভরতা কমাতে হবে। আমাদের দেশের চাষোপযোগী জাত আমাদের বিজ্ঞানীদেরই করতে হবে। বিশেষ করে ফলের জাত উদ্ভাবনে বিজ্ঞানী গবেষকদের আরও সক্রিয় হতে হবে, নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, সরকারি টাকা হলো জনগণের টাকা। জনগণের অর্থে প্রকল্প পরিচালিত হয়। সেজন্য অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে অর্থ ব্যয় করতে হবে। জনগণের টাকা কোথায় কীভাবে কী কাজে ব্যয় হচ্ছে- তা জনগণকে জানাতে হবে। যাতে জনগণ জানতে পারে, বুঝতে পারে তাদের অর্থ দিয়ে কী কাজ হয়েছে, কতটুকু কাজ হয়েছে।

ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক আরো বলেন, প্রতি বছর আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্যের চাহিদাও বাড়ছে। কাজেই, জনসংখ্যা ও খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন ধরে রাখা ও তা আরো বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে নতুন উদ্ভাবিত উচ্চ উৎপাদনশীল জাতগুলোকে দ্রুত কৃষকের কাছে মাঠে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে আরও জোরাল তৎপরতা চালাতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ৭০টি। মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা। নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ২৪ শতাংশ গড় অগ্রগতির চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ১৮.৬০ শতাংশ।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম। তিনি বলেন, কোনোভাবেই প্রকল্প বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকা যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের বিগত বছরের সাফল্য এ বছরও ধরে রাখতে হবে। সেজন্য, গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ডক্টর মো. আবদুর রৌফ, কমলারঞ্জন দাশ, হাসানুজ্জামান কল্লোল, ওয়াহিদা আক্তার, বলাই কৃষ্ণ হাজরা, আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালক প্রমুখ।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ (পৃঃ ১৩)

এই সময়ের কৃষি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বোরো ধান রোপণের প্রস্তুতি চলছে মাঠে মাঠে। ইতোমধ্যে সারাদেশে বোরোর বীজতলা তৈরি হয়েছে। দেশের মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে বোরো ধান থেকে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বোরো ধানের গড় ফলন হেক্টরপ্রতি দেড় থেকে দুই টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

এ জন্য বোরো ধানের বীজতলার যত্ন নিতে হবে। আপনার বীজতলায় প্রয়োজনীয় সেচ দিন। শীত ও কোয়াশায় বীজতলার চারার পুষ্টির অভাবে হলুদ হয়ে গেলে সামান্য ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিন। শীতের প্রাদুর্ভাব বেশি হলে রাতে পলিথিন শিট বা কলাপাতা দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখুন। মনে রাখবেন সুস্থ সবল চারা অধিক ফলনের পূর্বশর্ত।

চারার বয়স ৪০ থেকে ৪৫ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ শুরু করতে পারেন। এ জন্য জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে পানিসহ কাঁদা করতে হবে। চাষের আগে জমিতে জৈব সার দিতে হবে এবং শেষ চাষের আগে দিতে হবে ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক সার। পরে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। জমির উর্বরতার ওপর সারের মাত্রা নির্ভর করে। গড়ে প্রতি হেক্টর জমির জন্য সারের পরিমাণ হলো- জৈব সার ৫০ কেজি ইউরিয়া ২২০-২৭০ কেজি, টিএসপি ১২০-১৩০ কেজি, পটাশ সার ৮৫-১২০ কেজি, জিপসাম ৬০-৭০ কেজি, দস্তা ১০ কেজি।

ধান উৎপাদনে বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা অন্যতম। কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা প্রয়োজন। এলাকা ভেদে মোট ধান উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ আগাছা দমন ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করতে হয় বলে জানিয়েছেন ব্রির বিজ্ঞানীরা।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ
তারিখ ঃ ০১-০১-২০২২ (পৃঃ ১২,০২)

ধান কাটার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে ব্রি

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপ্লব ঘটবে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের জমিতে ব্যবহারের সবচেয়ে উপযোগী ও সুলভ মূল্যের ধান কাটার যন্ত্র- 'কম্বাইন হারভেস্টার' উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। গতকাল সকালে গাজীপুরে ব্রি'র চত্বরে কম্বাইন হারভেস্টারটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

এ সময় তিনি বলেন, ব্রির উদ্ভাবিত যন্ত্রটি যদি স্থানীয়ভাবে তৈরি করে সারাদেশে ব্যবহার করা যায়, তাহলে বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপ্লব ঘটবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিকে লাভজনক করতে অনন্য ভূমিকা রাখবে। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিদায়ী সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম, সদ্য যোগদানকৃত সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, বিভিন্ন সংস্থাপ্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রির বিজ্ঞানীরা জানান, তাদের উদ্ভাবিত ব্রি হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের ইঞ্জিনটি বিদেশ থেকে আনা। অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরি। এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৮৭ হর্স পাওয়ার। ঘন্টায় মেশিনটি ৩-৪ বিঘা জমির ধান কর্তন করতে পারে। জ্বালানি খরচ হয় ঘন্টায় সাড়ে তিন থেকে চার লিটার। হারভেস্টিং লস শতকরা এক ভাগের কম। আর দাম পড়বে মাত্র বারো থেকে তের লাখ টাকা। যন্ত্রটি খন্ড খন্ড জমিতেও ব্যবহার উপযোগী। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যেকোন কম্বাইন হারভেস্টারের তুলনায় এটি ভাল বলে জানান বিজ্ঞানীরা।

ব্রি শ্রমিক কলোনি উদ্বোধন :

পরে কৃষিমন্ত্রী ব্রির চত্বরে ব্রির শ্রমিকদের জন্য নির্মিত পাঁচতলা নতুন আবাসিক ভবন 'ব্রি শ্রমিক কলোনী ভবন' উদ্বোধন করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতোই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শ্রমিক-মজুরদের দুঃখ কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তাই

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

ধান কাটার যন্ত্র

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মুজিব শতবর্ষের উপহার হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের আবাসনের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রির নব নির্মিত শ্রমিক কলোনী ভবন এর একটি বাস্তব উদাহরণ।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক পুনর্মিলনী:

একইদিন দুপুরে মন্ত্রী ব্রির প্রাঙ্গণে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। সভায় বিদায়ী সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম ও সদ্য যোগদানকৃত সচিব মো. সায়েদুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পুনর্মিলনীতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. আবদুর রৌফ, হাসানুজ্জামান কল্লোল, ওয়াহিদা আক্তার, বলাই কৃষ্ণ হাজরা, আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, মো. রেজাউল করিম, বিভিন্ন সংস্থাপ্রধান এবং সব পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশ রূপান্তর

তারিখ ঃ ০১-০১-২০২২ (পৃঃ ০৩)

গাজীপুরে কৃষিমন্ত্রী

নতুন জাত উদ্ভাবনে কৃষি শ্রমিকদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কৃষি শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মেধা ও মনন আর কৃষি শ্রমিকদের শ্রম ও ঘামে দেশে শতাধিক উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট; যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত শ্রমিক কলোনি ভবন উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শ্রমিক-মজুরদের দুঃখ-কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। তাই মুজিব শতবর্ষের উপহার হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের আবাসনের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্রি'র নবনির্মিত শ্রমিক কলোনি ভবন এর একটি বাস্তব উদাহরণ।'

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব (বিদায়ী) মেসবাহুল ইসলাম, নবনিযুক্ত কৃষি সচিব মো. সাইদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধীনস্ত সব দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নতুন (ধান কাটার মেশিন) কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার প্রযুক্তি পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী। পরে কৃষিমন্ত্রী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত বার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলামকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা এবং নবনিযুক্ত কৃষি সচিব মো. সাইদুল ইসলামকে বরণ করে নেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

কৃষিতে দেশের অর্জন বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে

আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, কৃষিখাতে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন গত ৫০ বছর চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শুধু বিশ্বকেই নয় বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকেও বিস্মিত করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি আয়োজিত 'বিজয়ের ৫০ বছর : কৃষিখাতে অর্জন' আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, বাংলাদেশকে আজ পৃথিবীর সামনে কেসস্টাডি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ঝড়, বন্যা, জ্বলোচ্ছাসের যে দেশে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ পৃথিবীতে সর্বনিম্ন, মানুষের ঘনত্ব সর্বোচ্চ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যার নিত্যসঙ্গী, প্রতিবছর বন্যায় যে দেশের প্রায় অর্ধেক স্থলভূমি পানিতে তলিয়ে যায়। সেই দেশ এ সমস্ত কিছু মোকাবিলা করে কিভাবে কৃষিতে বিস্ময়কর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে সেটি সত্যিই পৃথিবীর সামনে উদাহরণ।

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব সাজ্জদুল হাসানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ড. শামসুল আলম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কৃষি অর্থনীতিবিদ মো. মকবুল হোসেন এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম কামরুজ্জামান তাদের আলোচনায় কৃষিখাতে দেশের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের কৃষিবিদরাই ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও উপকূলে আবাদযোগ্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করেছে। এগুলো আমাদের জন্য সম্পদ, পৃথিবীর জন্যও সম্পদ, যা না হলে আজ আমাদের পক্ষে এই অর্জন সম্ভবপর হতো না। বাংলাদেশ আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ৯২তম দেশ অথচ ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে সপ্তম। নেপালে যখন ভূমিকম্প হলো আমরা ৩০ হাজার মেট্রিক টন চাল দিয়েছি। এটি কোনো জাদুর কারণে নয় বরং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণেই সম্ভবপর হয়েছে।